দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

নান্দিনা সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট

■ জামালপুর প্রতিনিধি

জেলার সদর উপজেলায় মহারানী হেমন্ত কুমারী দেবীর গড়া ঐতিহ্যবাহী নান্দিনা সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহতের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ৮২ বছরের পুরনো বিদ্যালয়ে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী আছে। সমপরিমাণ শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য ২৫ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। অথচ বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন মাত্র ১৫ জন। আরো ১০ জন শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহতের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

> ৮২ বছরের পুরনো বিদ্যালয়ে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী আছে। সমপরিমাণ শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য ২৫ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। অথচ বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন মাত্র ১৫ জন

সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে কোনো শিক্ষক নেই। ইংরেজি বিষয়ের জন্য চারজন শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু এ বিষয়ে রয়েছে তিনজন শিক্ষক। গণিত বিষয়ের জন্য তিনজন শিক্ষকের প্রয়োজন হলেও আছে দুইজন শিক্ষক। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের কারণ ঘন ঘন শিক্ষক বদলি। পাশাপাশি, শিক্ষক বদলির কারণে শিক্ষার্থীদের পাঠদান অনেকটাই ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীসহ তাদের অভিভাবকরা। গত ২০০৯ সালে এ বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা ছিল মোট ২৫ জন। স্কুলটি সরকারি হওয়ার কারণে এখানে আসা শিক্ষকরা বদলি হয়ে শহরের দিকে স্কুলগুলোতে যাচ্ছেন। তাই শিক্ষক সংকটের তেমন কোনো সমাধান হচ্ছে না।

এ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শঙ্কর কুমার ঘোষ জানান, গত ছয় বছর ধরে এ বিদ্যালয়ে এসএসসি ও জেএসসি পরীক্ষায় শতভাগ পাসের গৌরব রয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি মফস্বলে হওয়ায় শিক্ষকরা শুধু অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যান কিন্তু আসেন না। তাই শিক্ষক সংকট চলছে বলে জানান। সংশ্লিষ্টরা জানান, গ্রামীণ এলাকায় এমন একটি ঐতিহ্যবাহী সরকারি পাইলট স্কুলে শিক্ষক সংকটে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ভেস্তে যেতে বসেছে। এ ব্যাপারে এলাকার শিক্ষানুরাগীরা জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষক সংকটের অবসান চান।